ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

16 2002

ঢা.বি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আবার ঝুলল়ো

আবার সময় ক্ষেপণ □ রিপোর্ট প্রকাশ নিয়ে সংশয়

কাজী সাইফুদ্দিন : শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আদৌ আলোর মুখ দেখবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ দেড়মাস পরেও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তৈরির কাজ শেষ হয়নি। কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে গতকাল রোববার উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও কমিটি তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সঠিক সময়ে জমা না দিতে পারার কারণ সম্পর্কে কমিটির আহবায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেছেন, 'রিপোর্ট তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী ৪/৫ দিনের মধ্যে আশা করি জমা দিতে পারবো'।

তদন্ত কমিটির সদস্য ও ঢাবির প্রোক্টর এ এস এম আতীকুর রহমান বলেছেন, গত শনিবার সিন্ডিকেটের কাছ থেকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আরো ৪/৫ দিনের সময় নেওয়া হয়েছে। বারবার তারিখ দিয়েও কেন রিপোর্ট জমা দিতে পারছেন না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট সুলতানা সফি ও ছাত্রীদের নামে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার বাদী জান্নাতুল

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ঢা.বি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

● শেষের পাতার পর

কাননের জন্য আমাদের রিপোর্ট জমা দেওয়া বারবার পিছাতে হয়েছে। প্রোক্টর বলেন, ৪ বার চিঠি দেওয়ার পরও তদন্ত কমিটির সামনে কানন হাজির হননি। সর্বশেষ গত ১২ সেপ্টেম্বর তিনি তদন্ত কমিটির সামনে আসেন। আমরা মামলা সম্পর্কে তার কাছ থেকে জানতে পারি। তার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে মামলাটি ছিল মিথ্যা ও সাজানো।

প্রসঙ্গত, গত ৩ সেপ্টেম্বর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার ১ সপ্তাহের মাথায় মামলার বাদী রমনা থানায় সশরীরে হাজির হয়ে মামলা প্রত্যাহার করার আবেদন করে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তার রিপোর্টে ২৩৫ নম্বর কক্ষ ভাঙচুরের অভিযোগে শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট ও ছাত্রীদের নামে দায়েরকৃত মামলাকে মিথ্যা ও সাজানো হিসেবে উল্লেখ করলে কানন মামলা প্রত্যাহারের জন্য থানায় আবেদন করে। এরপর থানা পুলিশ তড়িঘড়ি করে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে মামলাটির স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির পথ পরিষ্কার করে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকলেও ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলে জানতে চান ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতা সম্পর্কে ঢাবি তদন্ত কমিটি কি বলে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর যতোগুলো তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে তার অধিকাংশেরই রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ২/৪টি ছাড়া বাকি সবগুলোই রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ আগস্ট ঢাবির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার সিন্ডিকেটের সভায় শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করেন। ঢাবির কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে কমিটির আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটিকে ১ সপ্তাহের মধ্যে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কমিটি ১ সপ্তাহ পর আরো কয়েক দফা সময় বাড়িয়েও গতকাল রিপোর্ট জমা দেয়নি। এ পর্যন্ত মোট ৫৪ জন ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সাক্ষ্য নেওয়ার সময় তা লিখিত আকারে এবং রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। মোট ৫৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ৪৬টি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০ পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যও তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে সংযুক্ত করবে বলে কমিটির একজন সদস্য জানিয়েছেন।